Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প - উপজেলা কর্মশালা

এইচএলপি সম্পর্কেঃ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৭ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং পল্লী উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার প্রয়াসে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও মেয়াদান্তে ঐ সকল প্রকল্পের ভালো শিখনসমূহ হারিয়ে যায়। একমাত্র পারস্পরিক শিখন (এইচএলপি) এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ভালো শিখনগুলো "নন্দিত অনুসন্ধান" এর মাধ্যমে উপযুক্ততা অনুযায়ী নিজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে নিজ নিজ এলাকায় স্ব-উদ্যোগে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প একটি ফলাফল ভিত্তিক সমসাথী শিখন কার্যক্রম, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এর আর্থিক সহায়তায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশংসা **(Appreciation),** সংযোগ স্থাপন **(Connection)** , খাপ খাওয়ানো **(Adaptation)** এবং রূপায়ন **(Replication)** অর্থাৎ **(A CAR)** নীতি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভালো শিখনগুলো রেকর্ডভুক্ত করে যা পরবর্তিতে নীতি নির্ধারকগণের সামনে উপস্থাপন করাসহ সংশ্লিষ্ট বিধি/পরিপত্র প্রণয়নে সহায়তা করার সক্ষমতা অর্জন করে।

বাংলাদেশে Innovative ও ব্যতিক্রমধর্মী এ কার্যক্রমের সাফল্য দেখে **ভারত, নেপাল, মঙ্গোলিয়া, ইরান, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামসহ** অন্যান্য দেশ থেকে পরস্পরিক শিখন কর্মসূচী (এইচএলপি) সম্পর্কে ধারনা গ্রহণ এবং পরিদর্শনে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিগণ নিয়মিত আগমন করছেন। সর্বশেষ গত ১৩-২০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে Kerala Institute of Local Administration (KILA) এর ১৪ জন সিনিয়র অনুষদ-সদস্য এইএচএলপি পরিদর্শন করেন এবং এনআইএলজি ও ইউনিয়ন পরিষদরে নিকট থেকে পূর্ণ ধারণা নিয়ে তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেয়ে রূপায়ণ/বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।

এইচএলপি কার্যক্রমের পটভূমি ঃ

২০০৭ সাল থেকে শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার সমতুল্য অর্থ বিভিন্ন ইউনিয় পরিষদ তাদের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভালো শিখন কার্যক্রমে ব্যয় করেছে। এসকল ভালো শিখনের মধ্যে প্রায় ১৭৪টি ভালো শিখন বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে ২৪টি সবচেয়ে ভালো শিখন হিসেবে সর্বাধিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে (কোন একটি ভালো শিখন ৫০ বার বিভিন্ন স্থানে পুন:বাস্তবায়ন করা হলে তাকে সর্বাপেক্ষা ভালো শিখন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়)। এসকল ভালো শিখনগুলো থেকে প্রায় ২০ মিলিয়ন নাগরিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও এ ২৪টি সর্বাপেক্ষা ভালো শিখনগুলো নিয়ে জেলা পর্যায়ে থিমেটিক কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের নীতি নির্ধারক মহলে উপস্থাপন ও আলোচনা করা হলে এগুলোর মধ্য থেকে ৪টি সর্বত্তোম চর্চা-কে পরিপত্র হিসেবে জারী করা হয়। যেমন: ক) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি) খ) প্রতিবন্ধী বান্ধব ইউনিয়ন পরিষদ গ) প্রতিবন্ধী বান্ধব পৌরসভা এবং ঘ) আর্সেনিক দূরীকরণে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।

এইচএলপি কার্যক্রমটি একটি গতানুগতিক প্রকল্পর চেয়ে ব্যতিক্রম এবং অভিনব ধরণের। কারন, এ কার্যক্রমটি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী থেকে ভাল শিখন/উদাহরণগুলো চিহ্নিত করে প্রকল্প সমাপ্তির পর বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে ভাল শিখন/উদাহরণগুলো বাস্তবায়ন করতে খরচ ও সময় কম লাগে এবং স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ও তাদের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ, জাইকা-জিওবি প্রকল্প যশোরের ২টি উপজেলায় ২ বছরে ৫২০০টি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা করে। এ ভাল শিখনটি এইচএলপি'র মাধ্যমে চিহ্নিত হয়। প্রকল্পটি সমাপ্তির

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স HELVETAS BANGLADESH সুশীলন Shushilan WaterAid

পরবর্তী ২ বছরে ৫৪টি ইউপি নিজ প্রচেষ্টায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৮৫,০০০টি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে যা স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন দাতাসংস্থা দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এসকল কারণেই এ কার্যক্রমকে ব্যতিক্রমধর্মী ও Innovative বলা হয়েছে।

বিগত দিনে বাস্তবায়িত পারস্পরিক শিখন কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল 'নন্দিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সমসাথী শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা'। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা তাদের কর্ম এলাকার সবচেয়ে এগিয়ে থাকা উপজেলাকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদের ভাল শিখন চিহ্নিতকরণ এবং ডকুমেন্টেশনের কাজটি সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রম নির্দিষ্ট সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে তাদের সমসাথীদের নিকট থেকে (অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ) ভাল শিখন সম্পর্কে শেখা এবং ঘনিষ্ট সহযোগীতার মাধ্যমে নিজ এলাকায় রূপায়ন/বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজেদের ভাল শিখনসমূহ সূচকসহ চিহ্নিত করে যা সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ যাচাই করে থাকে; অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ তাদের এলাকা এবং জনগণের চাহিদাকে বিশ্লেষণ করত: উপযুক্ত ভাল শিখনগুলো পরিদর্শন করে। পরবর্তিতে বাছাইকৃত ভাল শিখনগুলো নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করে এবং নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে তা রূপায়ন করে যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এভাবে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতে সুশাসন, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্পর্কিত ভাল শিখনসমূহ রেকর্ডভুক্ত হয়।

বাংলাদেশে পরস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্পঃ

➢ মূল উদ্দেশ্য:

পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ফলাফল ভিত্তিক সমসাথী শিখন কার্যক্রম। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল শিখনসমূহ প্রাতিষ্ঠানীকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলা, যাতে নিজেদের মধ্যে ভাল শিখনসমূহ চিহ্নিত, বিনিময় এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

➢ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১) এইচএলপি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এনআইএলজি'র সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ভালো শিখনগুলো চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/পরিপত্র/ নীতমালা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২) সার্বিকভাবে এইচএলপি কার্যক্রমের মূল্যায়ণ এবং মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

৩) প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ন্যাশনাল বেসিক ক্যাপাসিটি প্রোগাম এর পুণঃপর্যালোচনা এবং আপডেট করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যা পরবর্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ: অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. (৪ বছর)

কর্মপরিকল্পনা: প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৩টি জেলার ১৫০টি পৌরসভা এবং ২০০টি উপজেলাস্থ মোট ২০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রকল্পর এলাকা: ৩৩টি জেলা নিম্নরূপ;

রংপুর বিভাগ: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা।

রাজশাহী বিভাগ: রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

প্রকল্পর এলাকা:

সিলেট বিভাগ:	মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ।
চট্টগ্রাম বিভাগ:	বি.বাড়িয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।
ঢাকা বিভাগ:	ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল
খুলনা বিভাগ:	খুলনা, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, যশোর, মাগুরা।
বরিশাল বিভাগ:	বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা।
ময়মনসিংহ বিভাগ:	ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর।

উপজেলা কর্মশালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী এবং এর মূলনীতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান;
- বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং ধাপসমূহ সম্পর্কে ধারনা প্রদান;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ভাল শিখনগুলোর তালিকা সূচকসহ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা;
- ভোটিং এর মাধ্যমে (বাস্তবায়নের সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্থের উৎস, পরিধি ও বাস্তবায়ন/রূপায়ণের ব্যপকতা বিবেচনায়) প্রতিটি উপজেলা থেকে ৫টি (পাঁচ) ভালশিখন চুড়ান্তকরণ (বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক ভাল শিখনের তালিকা থেকে পিএমইউ কর্তৃক ৫টি ভাল শিখন নির্বাচন);
- নির্বাচিত ভাল শিখনগুলোর তথ্যপত্র প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশের সময়সীমা নির্ধারণ;
- উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তাগণের সহযোগীতায় পরবর্তী করণীয় (Action Plan) নির্ধারণ;
- উপজেলা সমন্বয় সভায়র এজেন্ডায় পারস্পরিক শিখন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত;
- অনির্বাচিত ভাল শিখনগুলোর তালিকা (সূচকসহ) প্রস্তুতকরত: সংরক্ষণ, পিএমইউ-তে প্রেরণ এবং পরবর্তী বিশেষ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক কর্মশালার জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ।

উপজেলা কর্মশালার কাঙ্খিত ফলাফল ঃ

প্রতিটি উপজেলা থেকে বাস্তবায়নের সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্থের উৎস, পরিধি ও বাস্তবায়ন/রূপায়ণের ব্যপকতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৫টি (পাঁচ) ভাল শিখন ভোট গ্রহণের মাধ্যমে চুড়ান্তকরণ এবং তথ্য রেকর্ডভুক্তকরণ। পরবর্তী করণীয় নির্ধারণসহ (Action Plan) নেটওয়ার্ক কর্মশালার প্রস্তুতিগ্রহণ এবং উপজেলা সমন্বয় সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

উপজেলা কর্মশালায় অনুসরণীয় নীতিমালা ঃ

- নন্দিত অনুসন্ধান নীতি মেনে চলা;
- নেতিবাচক বাক্য এবং ধারনা পরিহার করা;
- ভাল শ্রোতা হওয়া;
- খোলা মনে অংশগ্রহণ করা;
- পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- প্রয়োজনে পরস্পরকে সহায়তা করা;
- অনির্বাচিত ভালশিখনসমূহকে অবহেলা না করে বিশেষ কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুততিগ্রহণে আগ্রহী হওয়া;
- ভবিষ্যত কার্যক্রমে সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স HELVETAS BANGLADESH সুশীলন Shushilan WaterAid